নিফাক থেকে সততার দিকে হিজরাহ

ALHAYAT MEDIA CENTER

দাবিক ৩ হতে সংকলিত

সূচনা:

নিফাক থেকে সততার দিকে হিজরাহ

{হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।} [আস-সাফঃ২-৩]

এই আয়াতগুলো সাহাবাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল, যাতে তারা আল্লাহর কাছে মুনাফিকদের মধ্যে পরিগণিত না হয়। তাদের অন্তরে যে মুনাফিকীর ভয় লুকায়িত ছিল তা তাদেরকে বিশ্রাম নেওয়ার সময় দিত না, অপরপক্ষে, এখনকার যুগের মুসলিমরা তাদের ঈমান ও আমলের ব্যাপারে সবসময় নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করে। সাহাবাগণ জানতেন যে মুনাফিকী হল -যা বড় ও ছোট মুনাফিকী উভয়ই হতে পারে- ভিতরের লুকিয়ে রাখা অংশ এবং বাহিরের প্রকাশিত অংশের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা এবং ছোট মুনাফিকীর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বড় মুনাফিকী চলে আসতে পারে।

সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃত ওয়াদা ভঙ্গেরর কারনে, তাঁর বান্দার জন্য তা ভয়ঙ্কর পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, {তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো।} [আত-তাওবাঃ৭৫-৭৭]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা উল্ল্যেখ করেছেন যে, তিনি মুনাফিকদের আরও অধিক মুনাফিকী দ্বারা শাস্তি দেন, এটা আল্লাহর সাথে তাদের পূর্বের কৃত ওয়াদা ভঙ্গের প্রতিদান।

ফরয আমলের প্রতি এরকম মনোভাব অবশ্য বনী ইসরাঈলেরও ছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, {মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্তুতি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।} [আল-বাকারাঃ২৪৬-২৪৭]

বনী ইসরাইলের এই মনোভাব তখনও প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তারা গাভীর ব্যাপারে জটিল প্রশ্ন

করছিল, যা তারা অনুসন্ধানের দাবী করছিল, যখন মুসা (আলাইহি সালাম) যে কোনো একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা এই প্রশ্নগুলো করেছিল শুধুমাত্র এই জন্য যাতে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, অবশেষে যখন তারা মেনে নিল, তারা নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঐ কাজ করল। {তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।} [আল-বাকারাঃ৭১]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম যে শারীয়াহ, মেডিসিন বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশুনার জন্য জিহাদে বিলম্ব করেছে এই বলে যে, সে তার দক্ষতা পরবর্তীতে ইসলামের জন্য কাজে লাগাবে, তার সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তাওবাহ করাকে এবং হিজরতের আহবানে সাড়া দেওয়াকে, বিশেষ করে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর। খিলাফাহ'র এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষ, পেশাদার ও বিশেষজ্ঞদের যারা খিলাফাহ'র অবকাঠামোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে এবং তাদের মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করবে। নতুবা তার দাবী বিচার দিবসে তার বিরুদ্ধে অনেক বড় প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত হবে।

মুসলিম ছাত্রদের ক্ষেত্রে, যারা এ যুগের এই ফরজকে পরিত্যাগ করার জন্য এই একই অজুহাত দেয়, তাদের জানা উচিত যে, পড়াশুনার জন্য অনেক বছর ব্যয় করার চেয়ে তাদের জন্য দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত ও জিহাদ অধিক বাধ্যতামূলক এবং জরুরী, যা (পড়াশুনা) এমন সন্দেহ ও আকাংখার দিকে ঠেলে দেয়, যাতে তাদের ভবিষ্যত জিহাদের সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

পর্ব ২: মুনাফিকীর ভয়

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে কেউ এমতবস্থায় মারা গেল যে সে জিহাদের অংশগ্রহন করে নি বা লড়াই এ অংশ নিতে ইচ্ছাপোষণ করে নি, সে মুনাফিকীর একটা অবস্থায় মারা গেল। [সহীহ মুসলিম] সুতরাং জিহাদ বর্জন করা মুনাফিকীর একটা লক্ষন। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক হোন, নতুবা এটা আপনাকে আপনার অন্তর দ্বারা পাকড়াও করে ফেলতে পারে।

আল-হাসান বসরী (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "মুমিন ছাড়া আর কেউ মুনাফিকীকে ভয় করে না এবং মুনাফিক ছাড়া এর থেকে কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। [জামি আল-উলুম ওয়াল-হিকাম]
ইবনে রজব (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "সাহল আল-তুস্তারি বলেন, 'মুরিদরা (পথভ্রষ্ট বান্দা) পাপে নিমজ্জিত হওয়ার ভয় করে আর আরিফ (জ্ঞানী বান্দা) কুফরে নিমজ্জিত হওয়ার ভয় করে। এজন্য সাহাবাগণ ও তাঁদের পরে সত্যনিষ্ঠ সালাফগণ নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন এবং তাঁদের নিফাকের প্রতি ভয় ছিল প্রচণ্ড। সুতরাং মুমিন তার নিজের জন্যে ছোট নিফাকের ভয়ে থাকে এবং সে এ ভয়ে থাকে যে, এটা মৃত্যুর পূর্বে তাকে পরাজিত করতে পারে এবং এভাবে বড় মুনাফিকীর দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, গভীরভাবে লুকায়িত গুনাহ পাপিষ্ঠ অবস্থায় মৃত্যু বয়ে আনতে পারে। [জামি আল-উলুম ওয়াল-হিকাম]

সুতরাং জিহাদের রাস্তায় হিজরতকে বর্জন করা একটি ভয়ংকর ব্যাপার। এর ফলে সে জিহাদ বর্জন করছে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে তার মুনাফিক অবস্থাকে মেনে নিচ্ছে। সে বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমা দেশে কাফিরদের সাথে বসবাস করছে, ইন্টারনেটে ঘণ্টার

পর ঘন্টা ব্যয় করছে, ফোরামে খবর ও পোস্ট পড়ছে শুধুমাত্র এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য, {তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত।} [আল-আহযাবঃ২০]

তার নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, "কি নিশ্চয়তা আছে যে, আমি এই আয়াতের বা এরকম অন্য আয়াতের আওতায় পড়ছি না?"

তার আরও ভাবা উচিত, {আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ জালিমদের ভালভাবেই জানেন।} [আত-তাওবাঃ৪৬-৪৭]

ইবনে কাইয়ুম (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "আল্লাহ তাদের অন্তরের কলুষতার এবং নিয়্যাতের অসাধুতার জন্য তাদের আনুগত্য অপছন্দ করলেন, তাই তিনি তাদেরকে পিছনে ফেলে রাখেন এবং বসিয়ে রাখেন। তিনি তাদের শত্রুর প্রতি অনুরক্তির কারণে তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) প্রতি তাদের ঘনিষ্ঠতা ঘৃণা করেন, তাই তিনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেন এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে দূরে রাখেন। তারা তাঁর ওহী থেকে ঘুরে যায় এ কারণে তিনি তাদের থেকে ঘুরে যান, তাদেরকে কষ্টে পতিত করেন, তাদেরকে খুশি হতে দেন না এবং তাদের উপর এমন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন ফলে তাদের সফলতার কোন আশা থাকে না যতক্ষণ না তারা তাওবাহ করে। [মাদারিজ আস-সালেকিন]

নিজেকে জিজ্ঞেস কর, "কি নিশ্চয়তা আছে যে আল্লাহ আমার প্রেরিত হওয়াকে অপছন্দ করেন নি? হতে পারে যে তিনি আমার মধ্যে মুনাফিকীর কোন লক্ষন দেখেছেন, যা আমি দেখতে পাইনি এবং তাই তিনি আমাকে জিহাদ থেকে বহিষ্কৃত (বঞ্চিত) করেছেন?

সন্দেহের এই চলমান অনুভূতি কারও ভিতরের অংশকে ধ্বংস করে দিতে পারে। নিকটতম অতীতে সচেতন (মুখলিস) মুসলিমরা কান্নাকাটি করত এবং নিয়মিত দুয়া করত, যাতে কু'উদ (জিহাদকে বর্জন) এর ভূমি থেকে মুক্ত হয়ে জিহাদের ভূমিতে যেতে পারে, এমনকি যদিও একজন সৈনিক হিসেবে শুধুমাত্র লড়াইয়ের সুযোগের জন্য সীমাহীন অপেক্ষা করতে হতে পারে । তারা ইরাক, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, চেচনিয়া, আলজেরিয়া, সোমালিয়া ও ওয়াজিরিস্তানে যাওয়ার স্বপ্ন দেখত, কিন্তু তা করতে পারে নি। তারা জানত যে, অন্তরে ঈমানের বীজ বহনকারী মানুষের ঈমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল পশ্চিমাবিশ্ব ত্যাগ করা। পূর্বে এরকম ধারণা একজনের কাছে অসম্ভব মনে হত, কিন্তু এখন খিলাফাহ প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিমাহকে গ্রহন করার জন্য প্রস্তুত এবং এখন তা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

পর্ব ৩: একজন শহীদের পক্ষ থেকে

অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু কথা

শহীদ আবু দুজানা আল-খোরাসানি বর্ণিত আবেগময় অবস্থার কথা চিন্তা করুন, যিনি অনেক বছর কাটিয়েছেন জিহাদের পথ খুঁজতে গিয়ে, যতক্ষণ না আল্লাহর শত্রুরা নিজ থেকেই -আল্লাহর রহমতে- তাঁকে সেই পথে নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদের চক্রান্তের সুযোগের সদব্যবহার করলেন, তাদের নিজেদের উপরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং এতে অনেক আমেরিকান ক্রুসেডার ও তাদের মুরতাদ এজেন্ট মারা যায়।

আবু দুজানা আল-খোরাসানি (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) বলেন, "প্রত্যেক মৃত্যুর সময় আমি শুনতে পেতাম যে আমি মারা যাব, প্রত্যেক অসুস্থতার সময় আমি খবর পেতাম যে আমি অসুস্থ হব, আমার জীবন থেকে এক বছর চলে গেলে আমি এক দশক বৃদ্ধ হয়ে যেতাম। এটা ক্বায়েদিনদের (যারা বসে থাকে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করে) ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাহ। আমি এই অবস্থা খুব ভালভাবে জানি। এই অবস্থাকে মনস্তাত্বিক মৃত্যু বলা হয়। সুতরাং, আমার কথা মরে যাবে, যদি আমি তা রক্ত দিয়ে রক্ষা না করি। আমার অনুভূতি নিভে যাবে, যদি আমি তা মৃত্যু দিয়ে প্রজ্বলিত না করি। আমার লেখনী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, যদি আমি মুনাফিকী থেকে আমার নিরীহতা প্রমাণ না করতে পারি। রক্ত ছাড়া কিছুই পরিপুর্ন ভাবে প্রমানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সেই শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন, যেখানে আমার কথা ও অনুভূতি বাস করে, এর দেয়াল ও খুঁটিতে তোমরা আমার ছবি ঝুলান দেখতে পেতে এবং দেখতে যে ছবির নিচে লেখা আছে, 'ওয়ান্টেড - মৃতপ্রায় অথবা মৃত'"। [মাতা তাশরাব কালিমাতি মিন দিমা'ই]

শহীদ আবু দুজানা আল-খোরাসানি

তিনি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আরও বলেন, "এই ভালোবাসা (জিহাদের প্রতি), তাদের জন্যে যারা জানে না, কায়েদীদের জীবনকে তিক্ত করে তোলে এবং তাদের আনন্দকে ধ্বংস করে দেয়। আমার কথাগুলো সে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না, যে আমার মত একই অবস্থায় আছে। [...] জিহাদের প্রতি ভালোবাসা যদি কারও অন্তরে প্রবেশ করে, তাহলে তা তাকে কখনও ছেড়ে যাবে না, যদিও সে সেরকম আশা করে। যদি সে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করে, তাহলে তার লক্ষণগুলি আরও বেড়ে যাবে এবং তার অবস্থা আরও জটিল হবে। সে নিজেকে এমন সবকিছুর মধ্যে খুঁজে পাবে, যা তাকে সবসময় জিহাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। [...] তারা বলত, 'কিছু ভালোবাসা মেরে ফেলে'। আমি শুধুমাত্র জিহাদের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া তা খুঁজে পাই না । কারণ এই ভালোবাসা হয় তোমাকে দুঃখ দিয়ে মেরে ফেলবে, যদি তুমি বসে থাকার ও জিহাদ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নাও অথবা এটা তোমাকে মেরে ফেলবে তোমাকে শহীদ ফি সাবিলিল্লাহ বানিয়ে, যদি তুমি এর আহবানে সাড়া দিতে চাও। তোমাকে শুধুমাত্র এই দুইটা মৃত্যুর যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে। [তালা'ই খোরাসান #১৫]

সম্ভবত বর্ণিত এই অবস্থা প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যহ অনুভব করে। জিহাদ ও হিজরতের প্রতি প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া এর কোন সমাধান নেই।

পার্ট ৪:

আধুনিক যুগের দাসত্ব

বর্তমান যুগে চাকরি, কাজের সময় সূচি, বেতন ইত্যাদির দাসত্ব একজন মুসলিমের ভিতর এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি করে, যা তাকে সবসময়ের জন্য একজন কাফিরের অনুগত করে দেয়। সে ঐ ক্ষমতা ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারে না, যেভাবে একজন মুসলিমের বাঁচা উচিত এবং অনুভব করা উচিত। বিষয়টা এরকম যেন, বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কোন দিন স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না এবং মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র কোন দিন প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং জিহাদ, জিজিয়া ও গণিমতের আয়াতগুলো মুসলিম উম্মাহের নবীর উপর কোন দিন নাযিল হয় নি! অথচ যখন আপনি সাহাবাদের হিজরত ও জিহাদের পরবর্তী অবস্থা তুলনা করবেন, দেখতে পাবেন যে, দুনিয়া তাদের নিকট নিজ থেকে চলে এসেছিল, দুনিয়ার লেজুরবৃত্তি করা ছাড়াই। তারা তাদের জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তাই না চাইলেও দুনিয়া তাদের কাছে চলে এসেছিল।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যার চিন্তা চেতনা থাকে আখিরাতকে নিয়ে, আল্লাহ তার বিষয়গুলোকে সুরাহা করবেন এবং তার অন্তরে সফলতা দান করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়া তার কাছে চলে আসবে। যার চিন্তা চেতনা দুনিয়াকে নিয়ে, আল্লাহ তার বিষয়গুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন এবং তার দৃষ্টিতে দারিদ্রতা স্থাপন করে দিবেন। দুনিয়ার কোন কিছুই তার কাছে আসবে না, সেটা ছাড়া যা তার জন্য অবধারিত আছে"। [সহীহ- আত-তিরমিযী থেকে বর্ণিত]

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "অন্ধকার রাতের মত দুর্দশা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই দুর্দশা থেকে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি বেঁচে থাকতে পারবে যে একটি উঁচু পাহাড়ে অবস্থান করবে ও তার ভেড়ার দুধ পান করে বেঁচে থাকবে অথবা যে বড় রাস্তা (শত্রুদের সামনে ফ্রন্টলাইন) অতিক্রম করেছে, যে তার ঘোড়ার কেশ ধরে থাকে এবং তার তরবারী (মাধ্যমে অর্জিত খাবার) থেকে খায়"। [সহীহ- আল-হাকিম থেকে বর্ণিত]

ইবনে আব্দিল বার (আল্লাহ তাকে রহম করুন) বলেন, "উলামাদের ইজমা (ঐকমত) আছে যে, সবচেয়ে উত্তম আয় হল গনিমত [...] যতক্ষণ তা ঘুলুল (গণিমত থেকে চুরি করা) মুক্ত থাকে"। [বাহজাত-উল-মাজালিশ]

ইবনুল-কাইয়্যিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "যদি এটা বলা হয়, 'সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে হালাল আয়ের উৎস কী?' [...] সঠিক মত হল যে, সবচেয়ে হালাল আয় হল সেটা যা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিজিক ছিল। এটা হল গাণিমিনের (গণিমত উপার্জনকারী) আয় যা শরীয়তে তাঁদের জন্য জায়েয করা হয়েছে। কোরআনে অন্য সবকিছু থেকে এই আয়ের অনেক বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। এর অধিকারী মানুষদেরকে এমন ভঙ্গিমায় প্রশংসা করা হয়েছে যা অন্য কোন মানুষকে করা হয় নি। এ কারণে আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও খাতামুন নাবিয়্যিন এর জন্য এই আয়কে নির্বাচিত করেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কেয়ামতের পূর্বে আমাকে তরবারী সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে কোন শরীক ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং বর্শার ছায়াতলে আমার রিজিক দেওয়া হয়েছে। অপমান ও অধঃপতন তাদের জন্যে যারা আমার নির্দেশের বিরোধিতা করবে"। [সহীহ- ইবনে উমার থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন]

এটা সেই রিজিক যা শক্তি, সম্মান ও আল্লাহর শত্রুদের করায়ত্ব করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটাকে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস করা হয়েছে এবং তাই অন্য কোন আয় এর সামনে দাঁড়াতে (তুলনার ক্ষেত্রে) পারবে না। আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন"। [যাদুল-মা'দ]

ফাই (যা যুদ্ধ ছাড়া অর্জিত হয়) "বর্ষার ছায়াতলে আমার রিজিক দেওয়া হয়েছে" এর অর্থের মধ্যে পড়ে -অন্যান্য যত রকমের গণিমতের চেয়ে- যেহেতু উলামাগন এই হাদিসের ব্যাখ্যায় তা উল্ল্যেখ করেছেন।

এই সম্মানিত রিজিক একজনকে দাসত্ব থেকে বাঁচতে সাহায্য করে, ইবাদত, জিহাদ ও দ্বীনের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে সে তার জীবন তার মালিকের জন্য উৎসর্গ করতে পারে । অথচ চাকরির জন্য কারও জীবন উৎসর্গ করা, যদি তার মনিব কাফির হয়, তা তাকে অপমানের দিকে ধাবিত করে যা একসময় ছাড় তাকে দিতে বাধ্য করবে, যা কুফর মিশ্রিত জটিল হীনতার পরে আসে। বরং এ কারণে আলেমগণ উল্ল্যেখ করেছেন যে, কাফির মনিবের অধীনে চাকরি করা ঘৃণিত কাজ। ['ফাতহুল বারী' ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ৪৫২]

কিন্তু যে হিজরত করে এবং না জেনে প্রাচুর্যতার সাথে বসবাস করার ইচ্ছা করে অথবা লোভের কারণে গণিমতের বিস্তারিত হিসাবে জন্য ফিতনা করে, তাহলে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যে হবে, যা সে নিয়ত করে এবং পরকালে কোন পুরষ্কার আশা করা ঠিক হবে না, যতক্ষণ না সে তাওবাহ করে।

জিহাদ ছাড়া কোন জীবন নেই

পর্ব ৫: এবং হিজরত ছাড়া কোন জিহাদ নেই

আল্লাহ বলেন, {হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।} [আল-আনফালঃ২৪]

উরওয়াহ ইবনে আয-যুবায়ের (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "{যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন} এর অর্থ হলো জিহাদ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অপমানের পর সম্মানিত করেছেন, দুর্বলতার পরে শক্তিশালী করেছেন এবং শত্রুদের থেকে প্রতিরক্ষা করেছেন, পুর্বে তোমরা যাদের অধীনে ছিলে। [তাফসির ইবনে কাছির]

জিহাদ শুধুমাত্র সার্বিক ভাবে উম্মাহের জীবনই দান করে না, বরং ব্যক্তিগত ভাবেও তা পরিপুর্ণ জীবন দান করে।

ইবনুল কাইয়্যিম (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "যদি তীর নিক্ষেপে শুধু অন্তরের চিন্তা ও দুঃখ দূর করা ছাড়া আর কোন উপকার না থাকত, তারপরেও সেটা গুণ হিসেবে যথেষ্ট হত। বিশেষ করে তীরন্দাজগণ এটা উপলব্ধি করেছেন। আত-তাবারানী আরও বর্ণনা করেছেন, যা হিশাম ইবনে উরওয়াহ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কারও দুশ্চিন্তা তাকে গ্রাস করে ফেলে, তখন শুধু তাকে তার ধনুকটা নিতে হবে এবং তা ব্যবহার করতে হবে, যাতে তার চিন্তা দূর হয়"। [এই সনদে মুহাম্মাদ আয-যুবাইদি নামে একজন খুব দুর্বল বর্ননাকারী আছে যা "মাযমা আয-যাওয়াইদ" এ উল্ল্যেখিত আছে]। এটা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই কথার মত একই রকম, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর, কারণ এটা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার অন্তর হতে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবেন" [সহীহ- আবু উবাইদা ইবনে আস-সামিত থেকে ইমাম আহমদ ও আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন]। এটা অবশ্য আল্লাহ তায়ালার এই বানী থেকেও পাওয়া যায়, {যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।} [আত-তাওবাঃ১৪-১৫][আল-ফুরুসিয়্যাহ]

জিহাদের এই জীবন কখনই সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি থলে গুছাবে এবং খিলাফাহ'র ভূমিতে গমন করবে।

পর্ব ৬:

অসৎ সঙ্গ অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়

পাপীদের সাথে বসবাস অন্তরকে মেরে ফেলে, যারা কাফিরদের মাঝে বাস করতে কখনই কিছু মনে করে না! তাদের কুফরী শেষ পর্যন্ত অন্তরে এমন দাগ ও চিহ্ন রেখে যায়, যা এক সময় গভীর 'খোদাই' এ পরিণত হয় এবং তা মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা মানুষের ফিতরতকে এমনভাবে ধ্বংস করে যে, সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না, তাই তার অন্তর সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায় এবং তার কামনা তাকে পরিপূর্ণ ভাবে ফাঁদে ফেলে দেয়।

ঐ ব্যক্তির হাদীসে, যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল এবং তাওবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, জনৈক আলেম তাকে বলল, " তুমি ঐ ভূমিতে যাও, কারণ সেখানে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে। তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর এবং তোমার ভূমিতে ফিরে এসো না, কেন না এই ভূমি হল মন্দের (পাপ) ভূমি"। [সহীহ মুসলিম]

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করছি, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে। তাদের একে অপরের তাবুর আলো দেখতে পাওয়া যাবে না"। [হাসান- আবু দাউদ ও আত-তিরমিযী থেকে বর্ণিত]

এমনকি যদি কেউ মসজিদে সালাত, জিকির ও দ্বীনের ইলম শিক্ষায় তার পুরো সময় ব্যয় করে কিন্তু এমন মুসলিমের সাথে থাকে, যে কাফিরদের সাথে বসবাস করে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করে, তাহলে সে ব্যক্তি তার নিজের বিরুদ্ধে তার পাপের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করছে।
আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের উপমা হচ্ছে মিশক ব্যবসায়ী ও কামারের মত। ঐ ব্যবসায়ী হয় তোমাকে কিছু মিশক বিক্রয়ের প্রস্তাব দিবে অথবা তুমি কিছু কিনবে বা তুমি খুব চমৎকার ঘ্রাণ পাবে। কামারের ক্ষেত্রে, হয় সে তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে বা তুমি অরুচিকর গন্ধ পাবে"। [আল-বুখারি ও মুসলিম]

এভাবে একজন গুনাহগার সাথী তোমাকে প্রভাবিত করবেই, তুমি চাও বা না চাও। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে খারাপ গুনাহ হচ্ছে ক্কু'উদ (জিহাদ পরিত্যাগ করা), কারণ এখন জিহাদ ফরজে আইন (প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরজ)। তাহলে কিভাবে সে কোন জিহাদ পরিত্যাগকারীর সাথে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "হিজরতের মূলকথা হচ্ছে পাপ ও পাপীকে পরিত্যাগ করা, যেমন বিদ'আতী আলেম, পাপী, যারা তাদের সাথে মিশে বা সাহায্য করে তাদেরকেও হাজর (বর্জন বা পরিত্যাগ) করা। ঠিক তেমনি ভাবে, যে জিহাদ পরিত্যাগ করে –যা ছাড়া সে কোন মাসলাহা অর্জন করতে পারবে না- তাকে হাজর দ্বারা শাস্তি দিতে হবে, যেহেতু সে ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতায় মুসলিমদের সাহায্য করছে না। সুতরাং জুনাহ (ব্যাভিচারী), লুতিয়্যাহ (সমকামী), জিহাদ পরিত্যাগকারী, আহলুল বিদ'আ (দ্বীনে নতুন আবিষ্কারকারী), মদ্যপানকারী এরা সবাই দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের সাথে মেলামেশা করাও ক্ষতিকর। তারা ন্যায়পরায়ণতাতে বা ধার্মিকতাতে সহযোগিতা করে না। যে কেউ তাদেরকে পরিত্যাগ করবে না, সে একটা ফরজ ত্যাগ করল এবং একটা নিষেধাজ্ঞায় আপতিত হল।

আপনি কি সেই লোকের সাথে মেলামেশা করতে চান, যাকে শাইখুল ইসলাম জুনাহ ও লুতিয়্যাহ এর পরে এবং আহলুল বিদ'আ ও মদ্যপানকারীর পূর্বে উল্ল্যেখ করেছেন? আল্লাহর কসম, তারা একজনের দ্বীনকে ততোখানি ধ্বংস করে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে জাহান্নামের আগুনে দেখতে পায়।

পর্ব ৭:

যারা হিজরত করতে মনস্থ করেছেন

তাদের জন্য উপদেশ

আপনার ভ্রমণের পূর্বে উল্লেখিত হাদিসটি মনে রাখবেন, "যদি তোমরা সেভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করতে, যেভাবে তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করা উচিত, তাহলে আল্লাহ তোমাদের সেভাবে (রিযিক) সরবরাহ করতেন, যেভাবে পাখিদের (রিযিক) সরবরাহ করেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং রাতে ভরা (পেটে) ফিরে আসে"। [সহীহ- ইমাম আহমদ, তিরমিযি সহ অনেকে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন]

দুনিয়ার ব্যাপারে যদি এরকম বলা হয় তাহলে ঐ দ্বীনের ক্ষেত্রে কি হবে যাকে সাহায্য করতে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন! ইবনুল-কাইয়্যিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "যদি কোন বান্দা কোন পাহাড়কে এর জায়গা থেকে সরাতে চায় এবং আল্লাহর উপর সেভাবে তাওয়াক্কুল করে যেভাবে করা উচিত, তাহলে সে সফলভাবে তা সরাতে পারবে, যদি আল্লাহ সেটা সরানোর নির্দেশ দেন। [মাদারিযুস-সালেকিন]

সুতরাং কখনও নিজেকে বলবেন না, "আমি আমার হিজরতের ব্যাপারে সফল হতে পারব না"। যারা চেষ্টা করেছে তাদের বেশিরভাগই খিলাফাহ'র ভূমিতে পৌঁছতে পেরেছে। তাদের মধ্যে কেউ সড়ক পথে, কেউ পায়ে হেঁটে দেশের পর দেশ পাড়ি দিয়ে, সীমানার পর সীমানা অতিক্রম করে ভ্রমণ করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে খিলাফাহ'র ভূমিতে নিয়ে এসেছেন। নিজেকে কখনও বলবেন না, "আমি গ্রেফতার হতে পারি"। এই ভয় অনিশ্চিত কিন্তু হিজরতের ফরজিয়াতও নিশ্চিত। কোন অনিশ্চিত কিছুর মাধ্যমে কোন নিশ্চিত ব্যাপার বাতিল করা ঠিক নয় (যেভাবে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম তাঁর লেখনী ও বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন)। যদি আপনি গ্রেফতার হওয়ার ভয় করেন, তাহলে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য কাউকে আপনার উদ্দেশ্য (নিয়্যাত) না বলে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী যা করা সম্ভব তা করুন।

আপনার নিজের জন্য বা আপনার পরিবারের জন্য টাকা বা বাসস্থানের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে আচ্ছাদনের জন্য অনেক বাড়িঘর ও সম্পদ এখানে আছে।
মনে রাখবেন যে, খিলাফাহ হল একটি রাষ্ট্র যার অধিবাসী ও সৈনিকেরা সাধারণ মানুষ। তারা নির্দোষ ফেরেস্তা নয়। আপনি এমন জিনিস দেখতে পারেন, যার উন্নতি হওয়া দরকার এবং সেগুলোর উন্নতি হচ্ছে।

আপনি হয়তো এমন অনেক কিছু দেখবেন যার মেরামত প্রয়োজন। আপনি হয়তো আপনার এমন কিছু ভাইদের পাবেন যাদের চারিত্রিক কিছু বিষয়ে উন্নতি প্রয়োজন কিন্তু মনে রাখবেন যে, এই খিলাফাহ এখন বিপুল সংখ্যক কাফির রাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত যা পরিচালনার জন্য জন্য অনেক পুঁজিকে বরাদ্দ করতে হয়। অতঃপর, ধৈর্য ধারণ করুন।

অবশেষে, যখন আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন, আপনার হৃদয়ে অহংকারের প্রবেশ দ্বারা এবং আনসার ভাইদের ছোট করে দেখার মাধ্যমে আপনার হিজরাহ হতে যাবতীয় অর্জনকে ধ্বংস করবেন না! আনসার ছাড়া মুহাজিরিন টিকে থাকতে পারে না। তাই, জেনে রাখুন যে, হিজরাহ অবশ্যই একটি মহৎ কর্ম কিন্তু তা নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করার লাইসেন্স নয়।

ইবনুল-কাইয়্যিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "এটা সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'সরিষা দানা পরিমাণ ঔদ্ধত্য নিয়েও কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তারা তাকে জিজ্ঞাস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, একজন ব্যক্তির একটি ভালো জুতা এবং পোশাক থাকতে পারে। এটা কি ঔদ্ধত্য?' তিনি বলেন, 'না, আল্লাহ জামিল (সুন্দর) এবং তিনি জামাল (সৌন্দর্য) পছন্দ করেন। ঔদ্ধত্য হল সত্যের প্রতি কারো তাচ্ছিল্য এবং মানুষের প্রতি অবজ্ঞা।' [সহীহ মুসলিম] অতঃপর, ঔদ্ধত্য হল সত্যের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা প্রদর্শন, তা অস্বীকার, তা জেনেও প্রতিরোধ করা এবং অশ্রদ্ধা, অসম্মান এবং খর্বতার চোখে মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ। যদি তা আল্লাহর জন্য করা হয়, তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই। নিজের প্রতি নিজের অধিক অবজ্ঞা এবং খর্বতা অনুভব হচ্ছে তা আল্লাহর জন্য করার লক্ষণ। কিন্তু, যদি সে নিজেকে বড় মনে করে তাদের অবজ্ঞা করে, তাহলে তা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না।" [রাওদাতুল-মুহিব্বিন]

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তাবি'ই ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "মুসা (আলাইহি সালাম) বনি ইসরাইলকে বলেছিলেন, 'আমার কাছে তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নিয়ে আসো।' অতঃপর তারা একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসলো। তিনি বললেন, 'তুমি কি বনি ইসরাইলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম?' সে বলল, 'তারা তো তাই দাবি করে।' অতঃপর তিনি তাকে বললেন, 'যাও এবং আমার কাছে বনি ইসরাইলের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে আসো।' অতঃপর সে চলে গেলো এবং আবার একাই ফিরে আসলো। মুসা (আলাইহি সালাম) বললেন, 'তুমি কি আমার জন্য তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছ?' সে বলল, 'আমি অন্যান্যদের ব্যাপারে এমনটা জানি না, তবে আমি আমার নিজের ব্যাপারে জানি।' মুসা (আলাইহি সালাম) বললেন, '(তাহলে) তুমিই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম'" [আয-যুহদ]

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনার হিজরাহকে সহজ করে দেন। আমিন।